দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 10 FEB 2016
পৃষ্ঠা 16 কলাম 2

শিক্ষকদের আর্জি

বাংলাদেশের বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৬ লাখের মতো। দেশের এই সিংহভাগ চাকরিজীবী তাদের সাধ্যমতো শ্রম ও মেধা দিয়ে শিক্ষার মতো একটি মৌলিক বিষয়ে অবদান রেখে চলেছেন। ৬০ বছর পূর্তিতে দেশের এই বৃহত্তরসংখ্যক চাকরিজীবীকে অবসরে যেতে হয়। অবসর হলেই তাদের জীবনে নেমে আসে বিভীষিকাময় এক অধ্যায়। চাকরি সমাপ্তির পর ব্যানবেইসে কাগজপত্র জমা দিয়ে এক অনিশ্চিত সময়ের জন্য তীর্থের কাকের মতো শুধু চেয়েই থাকতে হয়।

ব্যানবেইসে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য সচিবের মতে, সাড়ে ৪ বছরের আগে কারও প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা নেই। অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক-কর্মচারীর কাছে শেষের পাওনা বলতে গেলে একটা কাঙ্ক্ষিত 'গুপ্তধনের' মতো।

মুদ্রার অপর পিঠে তাকালে দেখা যায়, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী যে স্কেলেই অবসর গ্রহণ করেন না কেন, তারা পরবর্তীতে পরিবর্তিত স্কেলে সকল সুবিধাদি ভোগ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী চাকরিজীবীদের বেলায় অমানবিকতা বিদ্যমান।

উল্লিখিত বেসরকারী চাকরিজীবীদের প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে বেতন থেকে চাঁদা কর্তন হয়ে থাকে, যা সরকারীদের বেলায় নয়। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসরে গিয়ে যে অবর্ণনীয় মানবেতর জীবনযাপন করেন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারও বোঝার উপায় নেই।

সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টিকে মানবিক দিক থেকে বিবেচনায় এনে শীঘ্রই সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি।

বিকাশ চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক (অব.), বালুয়াহাট, বগুড়া